সংযুক্তি-১

ডিজিটাল মেলা ২০২০ গাইডলাইন

বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় এনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ৬৪টি জেলার ডিজিটাল কার্যক্রমকে জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে অনলাইনে ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ডিজিটাল কার্যক্রমের টেক্সট/ প্রেজেন্টেশন, ছবি, ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করার মাধ্যমে এই মেলা কার্যক্রম উদযাপন করবেন। অনলাইন মেলা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২১ জুন ২০২০ এর মধ্যে জাতীয় তথ্য বাতায়নে মেলার জন্য অপশন তৈরির পাশাপাশি আগামী ২৭ জুন ২০২০ এর মধ্যে জেলা পর্যায়ের সকল ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য আপলোড করতে হবে। ডিজিটাল মেলা কার্যক্রম আগামী ২৮ জুন থেকে ৩০ জুন ২০২০ উদযাপন করা যেতে পারে। উক্ত অনলাইন ডিজিটাল মেলা বাস্তবায়নে যেসব আয়োজন করা যেতে পারে তার সম্ভাব্য তালিকা প্রদান করা হলো:

১) জেলা পর্যায়ে স্থানীয় গণমাধ্যম এবং গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ডিজিটাল মেলা সম্পর্কিত একটি প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে এবং উক্ত প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনারটির ভিডিও ফাইল মেলার সংশ্লিষ্ট পেইজে আপলোড করা যেতে পারে। (অবশ্যই অনলাইনে আয়োজনের ব্যবস্থা করা)

২) জেলা পর্যায়ে সকল সরকারি অফিসকে সাথে নিয়ে জাতীয় তথ্য বাতায়নের নিজস্ব জেলার মেলা সেকশনে স্বচিত্র তথ্য-উপাত্ত (পিডিএফ ফাইল), ছবি, ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম উপস্থাপনা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **এতে** জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) ডিজিটাল মেলার কার্যক্রম মূলত প্রতিটি জেলার ওয়েবসাইট এর সাথে একটি মেন্যুবার এর সমন্বয়ে এবং প্রতিটি অনলাইন মেলার লিংক সম্বলিত একটি মূল পেইজ তথ্য বাতায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি মেন্যুবার কিংবা সাইড ব্যানার হিসেবে থাকবে (অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে)

৪) এছাড়া মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এ অনলাইন প্লাটফর্মে 'মুজিব কর্ণার' নামে একটি প্যাভিলিয়ন তৈরি করতে হবে।

৫) আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সেমিনার এর বিষয়সমূহ :

নিম্নোক্ত এক বা একাধিক বিষয়ে অনলাইনে সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারেঃ

১) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিই হাতিয়ার
২) আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ
৩) বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ
৪) মুজিববর্ষ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য নাগরিক সেবা উন্নয়ন
৫) তথ্য প্রযুক্তিই নাগরিক সেবা উন্নতকরণে মূল হাতিয়ার
৬) ২০৪১ সালে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়তে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন
৭) ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা

অনলাইন মেলার ফ্রেমওয়ার্ক:

ক্রম	বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
১)	জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পোর্টালে ডিজিটাল মেলা সম্পর্কিত একটি সাইড ব্যানার/মেন্যুবার তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত ব্যানার কিংবা মেন্যুবারে ক্লিক করে যেকোনো নাগরিক যাতে সকল জেলার নাম সম্বলিত একটি ডিজাইন লে-আউট দেখতে পারে। সংশ্লিষ্ট জেলার নামের উপর ক্লিক করে উক্ত জেলার ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে। এর পাশাপাশি মেলা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার পোর্টালে একটি মেন্যুবার সংযুক্ত করা যেতে পারে যার নাম হবে ডিজিটাল মেলা ২০২০। এর মাধ্যমেও নাগরিকগণ সংশ্লিষ্ট জেলার ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।	তথ্য ও যোগাযাগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং এটুআই
২)	জেলা পর্যায়ের মেলার লিংকে প্রবেশ করে যাতে নাগরিকগণ স্থানীয় পর্যায়ের ডিজিটাল সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন সেলক্ষ্যে বিদ্যমান স্ব-স্ব জেলার ডিজিটাল কার্যক্রম টেক্সট, প্রেজেন্টেশন, ছবি এবং ভিডিও এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।	জেলা প্রশাসকগণ
৩)	মেলা সম্পর্কিত প্রেস কনফারেন্স ও সেমিনার পর্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এর ভিডিও ক্লিপ মেলা উপস্থাপনের ভিডিও সেকশনে আপলোড করা যেতে পারে এবং মেলা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (অবশ্যই অনলাইনে)	জেলা প্রশাসকগণ
৪)	মেলা উদযাপন কমিটির বরাবর বিস্তারিত কার্যক্রম/রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে এবং আগামী ২৭ জুন এর মধ্যে সকল কার্যক্রম ওয়েব পোর্টালে আপলোট করতে হবে। যাতে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচীতে ঢাকা থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনলাইনে যোগ দেয়ার জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।	জেলা প্রশাসকগণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং এটুআই
৫)	আইসিটি বিভাগ হতে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর সংশ্লিষ্ট বাজেট (আইবাস++) প্রেরণ করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মেলার অনলাইন প্যাভিলিয়ন

এবারের মেলায় বিষয়ভিত্তিক অনলাইন প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্যাভিলিয়ন ১- ই-সেবা

ই-সেবা প্রদানকারি সরকারি সংস্থাসমূহকে উক্ত অনলাইন প্যাভিলিয়নে রাখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি সেবার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। এর বাহিরে কোন সেবা থাকলে সেগুলোকেও আনতে হবে।

বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
• বিভিন্ন খাতে (ডিজিটাল প্রশাসন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভূমি- ই-পর্চা ও ই-মিউটেশন, বিআরটিএ, পোস্টাল বিভাগের সার্ভিসসমূহ, ই-পাসপোর্ট, পরিবেশ এবং অন্যান্য সেবা খাত) সরকারি সেবার ডিজিটাল পদ্ধতির বা ই-সেবার স্বচিত্র তথ্য-উপাত্ত আপলোডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন

প্যাভিলিয়ন ২ - ডিজিটাল সেন্টার, পোস্ট ই-সেন্টার, এজেন্ট ব্যাংকিং, রুরাল ই-কমার্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

ডিজিটাল সেন্টার এবং পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার পুরো প্রক্রিয়াকে এ অনলাইন প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। ডিজিটাল সেন্টার এবং পোস্ট ই-সেন্টার থেকে যেসকল সেবা দেয়া হয় তার তালিকা এবং সেবামূল্যের তালিকা এ প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এজেন্ট ব্যাংকিং এবং ই-কমার্স সেবাকে জনগণের নিকট সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্যাভিলিয়নে তাদের সেবা ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে।

বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
• জেলার অধীন এক বা একাধিক ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারের সেবা উপস্থাপন করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যত ধরনের সেবার আবেদন অনলাইনে করার সুযোগ রয়েছে, সবসম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে। এক বা একাধিক পোস্ট ই-সেন্টারকে এই প্যাভিলিয়নে তাদের সেবা উপস্থাপন করতে হবে। • যেসকল জেলায় ডিজিটাল সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং এবং রুরাল ই-কমার্স সেবা চালু হয়েছে, সেসকল জেলার এক বা একাধিক এজেন্ট ব্যাংকিং এবং রুরাল ই-কমার্স সুবিধা সম্বলিত ডিজিটাল সেন্টার উপস্থাপন করতে হবে। • মেলায় ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন

প্যাভিলিয়ন ৩ - শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক নতুন উদ্ভাবন এবং শিক্ষা বিষয়ক নানা ডিজিটাল কার্যক্রম ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করতে হবে। সরকারের দক্ষ জনবল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপসমূহও এই প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করতে হবে।

বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
• স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ (বিদ্যালয় কার্যক্রম অটোমেশন, অভিভাবকদের নিকট এসএমএস প্রদান, অনলাইনে শিক্ষার্থীদের বেতন সংগ্রহ, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার, ইত্যাদি) প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। • অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মের (মুক্তপাঠ) শিক্ষাদান বিষয়ক উপস্থাপনা থাকতে পারে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিসিক, বিএমইটি, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ) সহ সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের 'দক্ষতা ও কর্মসংস্থান' বিষয়ক ইনোভেটিভ উদ্যোগসমূহ যুব সমাজসহ জনসাধারণকে জানানো যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন

প্যাভিলিয়ন ৪ - বিভিন্ন স্টার্টআপ ও তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্যোগ প্রদর্শন

জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টার্টআপ ও তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্যোগ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
• স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ, বিভিন্ন স্টার্টআপের বিরবণ, ছবি এবং ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। • স্থানীয় শিক্ষার্থী এবং তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী প্রকল্প উপস্থাপন করা যেতে পারে। • স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সমস্যা সমাধান নিয়ে যে কোন উদ্যোগ কিংবা প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করা যেতে পারে। • সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন

প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনারঃ

ক্রমিক	বিবরণ	দায়িত্ব/ ফোকাল পয়েন্ট
১)	নিম্নোক্ত বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি বিষয়ে একটি সেমিনার এবং প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করতে হবে: ১. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিই হাতিয়ার ২. আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ ৩. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ ৪. মুজিববর্ষ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য নাগরিক সেবা উন্নয়ন ৫. তথ্য প্রযুক্তিই নাগরিক সেবা উন্নতকরণে মূল হাতিয়ার ৬. ২০৪১ সালে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়তে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন ৭. ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা	-
২)	সেমিনার কাঠামো: -৩ জন প্যানেলিস্ট, ১জন কি-নোট স্পিকার, ১জন মডারেটর থাকবেন - সেমিনারে একজন রেপোটিয়ার থাকবেন	জেলা প্রশাসন
৩)	সেমিনারের জন্য নিম্নোক্তদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে: (ক) ফ্রিল্যান্সার, প্রযুক্তিবিদ, ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি, ইউপি/ পৌর সচিব, ডিজিটাল সেন্টার পার্টনার, মিডিয়া ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। (খ) শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, বাছাইকৃত শিক্ষক ও ছাত্র, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণ, মিডিয়া ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। (গ) সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও প্রতিনিধি, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/ ছাত্র, স্কুল কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকগণ।	জেলা প্রশাসন
৪)	সেমিনারে একজন রেপোটিয়ার থাকবেন, যার দায়িত্ব হবে সেমিনারের পুরো আলোচনার নোট নিবেন, মিনিটস তৈরি করবেন ও মেলা উদযাপন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন	জেলা প্রশাসন

স্থানীয় পর্যায়ে অনলাইন ডিজিটাল মেলা সম্পর্কিত প্রচার

ক্রম	বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
১)	মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তা
২)	স্থানীয় ক্যাবল টিভিতে স্ক্রল এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	
৩)	মেলা সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	
৪)	স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ, ইনোভেশন, সাফল্যের গল্প, ছবি, মেলার সকল কার্যক্রমের ছবি ও তথ্য অনলাইন মেলার পেইজে যুক্ত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন

*** নিম্নরূপ প্রতিনিধিগণ বিভাগ অনুযায়ী কারিগরি (টেকনিক্যাল) সহায়তা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক্রম	নাম	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা
১	জনাব জান্নাতুন নাঈম সহকারি প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (সংযুক্তি এটুআই)	০১৬৭৬৭৯১৯৮৭ jannat.doict@gmail.com
২	যেকোন কারিগরি সহযোগিতার জন্য হটলাইন নম্বর ও ইমেইল	০১৫৭২০৫১৯৫২ support@portal.gov.bd

ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজনে সম্ভাব্য বাজেট বিভাজন

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	জেলার সংখ্যা	একক মূল্য (প্রতিটি জেলা)	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	**জেলা পর্যায়ে মেলা আয়োজন ও অনলাইন প্রচার (প্রেস ব্রিফিং ও সেমিনার, টেকনিক্যাল, প্রচার এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ)** ***অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর বিধি মোতাবেক সকল খরচের বিল ভাউচারের ফটোকপি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। মূল কপি অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।**	৬৪টি	৫০,০০০.০০	৩২,০০,০০০.০০
			সর্বমোট:	**৩২,০০,০০০.০০**
				কথায়: বত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র